সিঙ্গাপুর ফেরত যুবকের মালামাল লুট: মেহেরপুরে ৫ ডাকাত গ্রেফতার

সিঙ্গাপুর থেকে দেশে ফেরা এক প্রবাসীর মালামাল লুটের ঘটনার ২৪ ঘন্টার মধ্যে মেহেরপুরে অভিযান চালিয়ে পাঁচ ডাকাতকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ডাকাতদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত বিদেশি পণ্য ও মোবাইলসহ বিভিন্ন মালামালও উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, গত ১১ জুন রাত আনুমানিক ৩টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার কোলা-আশরাফপুর কড়ইতলা সড়কে অটোরিকশাযোগে বাড়ি ফেরার সময় সিঙ্গাপুরফেরত মো. ইউসুফ আলী (২০) এবং তার নানা মো. রেজাউল হক ইজারুল (৫৭) ডাকাতদের কবলে পড়েন। ৬-৭ জন ডাকাত দেশীয় অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ইউসুফের কাছে থাকা সিঙ্গাপুরের ৬৭ ডলার, তিনটি মোবাইল ফোন, চার্জার লাইট, বিদেশি চকলেট, সাবান, শ্যাম্পু, বডি স্প্রে, পেইন রিলিফ মলম, টুথপেস্ট ও সিটি গোল্ডের একটি নেকলেস লুট করে। এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় মামলা রুজু হলে পুলিশ তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় অভিযান চালায়। পরদিন ১২ জুন সদর ও মুজিবনগর থানার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে পাঁচ ডাকাতকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন: মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামের আমজাদ সরদারের ছেলে বাবু ওরফে বাবুল(৪০), জামিরুল (২৬), মৃত মকছেদ মন্ডলের ছেলে বাবুল (৫১), সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের খোকন পাইকের ছেলে দিপন পাইক (৩৫), নুরপুর গ্রামের রুবেলের ছেলে মোঃ রাব্বী (২০)।

পুলিশ জানায়, গ্রেফতারদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি রেডমি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল, তিনটি সাবান, দুইটি ডাভ শ্যাম্পু, তিন প্যাকেট চকলেট, দুটি বডি স্প্রে, তিনটি ব্যথানাশক মলম, একটি টুথপেস্ট, একটি ফেসওয়াশ, একটি চার্জার লাইট ও একটি সিটি গোল্ড নেকলেস।

পুলিশ আরও জানায়, গ্রেফতার বাবু ওরফে বাবুলের বিরুদ্ধে চোরাচালান, নারী নির্যাতন, বিস্ফোরক, ডাকাতি ও গুরুতর জখমসহ মোট ৯টি মামলা রয়েছে। দিপন পাইকের বিরুদ্ধে মাদক, দস্যুতা ও চুরির ৩টি এবং জামিরুলের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে ও ডাকাতির

প্রস্তুতির ২টি মামলা রয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, এ ঘটনায় অন্যান্য আইনানুগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মুজিবনগরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ২৪ ঘণ্টার বিশেষ অভিযানে একজন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

মঙ্গলবার (৩ জুন) রাত থেকে বুধবার (৪ জুন) ভোর পর্যন্ত মুজিবনগর থানা পুলিশ এ অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত আসামি হলেন তারানগরের খোসবারী খানের ছেলে মোঃ রাশেদ খান (৩০), মামলা নং-০৫, তারিখ- ০৩/০৬/২৫খ্রিঃ, ধারা- ২০১৮ সালের মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনের ৩৬(১)টেবিলের ১০(ক) ও ১৯(ক)।

গ্রেফতারকৃত আসামিকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে অপরাধীদের গ্রেফতারে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলে জানিয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

ঝিনাইদহে ডিবির অভিযানে ফেন্সিডিলসহ গ্রেফতার-২

ঝিনাইদহ জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) অভিযানে ৭৫ বোতল ফেন্সিডিলসহ দুই মাদক কারবারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গত সোমবার বিকালে সদর উপজেলার পাগলাকানাই-চুলকানী বাজার সড়কের শৈলমারী বাজার সংলগ্ন কুঠিদুর্গাপুরের জনৈক আশরাফুল লস্কারের বাড়ির পাশে পাকা রাস্তার ওপর থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয় বলে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে ডিবি।

গ্রেফতারকৃত শেখ মোঃ আলী ওরফে সোহাগ (৪৪) সদর উপজেলার কলাবাগান এলাকার মৃত গোলা সরোয়ারের ছেলে এবং মোঃ তানজিলুর রহমান (৪২) আরাপপুর পূর্বপাড়ার মৃত ছামসুর রহমানের ছেলে। অভিযানে একটি লাল-কালো ১৫০ সিসি পালসার মোটরসাইকেল জব্দ করেছে ডিবি।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের অফিসার ইনচার্জ মোঃ হাশেম আলী বলেন, মাদক চোরাচালানের গোপন সংবাদে সদর উপজেলার শৈলমারী বাজারের পাশে অবস্থান নেয় ডিবি। বিকাল আনুমানিক পৌণে ৪টার দিকে শৈলমারী বাজারের দক্ষিণ পাশে পাকা রাস্তার ওপর থেকে ৭৫ বোতল ফেন্সিডিলসহ দুই জনকে গ্রেফতার করা হয়। একটি পালসার মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়।

এই ঘটনায় সদর থানায় মাদক দ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করে আসামিদের সোপর্দ করা হয়েছে।

মুজিবনগর পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১

মেহেরপুরের মুজিবনগরে ২৪ ঘণ্টার বিশেষ অভিযানে একজন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

সোমবার (২ জুন) রাত থেকে মঙ্গলবার (৩ জুন) ভোর পর্যন্ত মুজিবনগর থানা পুলিশ এ অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত আসামি হলেন সোনাপুর গ্রামের দাউদ শেখের ছেলে মো. সিরাজ শেখ (৬০)। তার বিরুদ্ধে মামলা নম্বর-০৩, তারিখ-০২/০৬/২০২৫, ধারা—১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫(বি)(১)(বি) অনুযায়ী মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত আসামিকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে অপরাধীদের গ্রেফতারে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলে জানিয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

ঝিনাইদহে অনলাইন জুয়া সাইটের দেশীয় এজেন্ট গ্রেফতার

ফিলিপাইন থেকে পরিচালিত একটি অনলাইন জুয়া সাইটের বাংলাদেশীয় এজেন্ট মেহেদি হাসানকে ঝিনাইদহ থেকে গ্রেফতার করেছে ডিবি পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল।

গত রোববার রাতে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মুরারীদহ গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়। উদ্ধার করা হয় জুয়ার কাজে ব্যবহৃত ল্যাপটপ ও মোবাইল ফোন। মেহেদি হাসান মুরারীদহ গ্রামের জামির হোসেন মন্ডলের ছেলে।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিবি) ইমরান জাকারিয়া জানান, আটক মেহেদি ফিলিপাইন ভিত্তিক ‘বাংলাউইন’ নামক জুয়া সাইটের স্থানীয় এজেন্ট হিসেবে কাজ করত। সে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এজেন্ট নিয়োগ, মোবাইল ব্যাংকিং এবং অন্যান্য ডিজিটাল পেমেন্ট চ্যানেলের মাধ্যমে অর্থ লেনদেনের ব্যব¯’◌া করত। এ ছাড়া বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ম্যাসেজিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ব্যবহারকারীদের জুয়ায় অংশ নিতে প্রলুব্ধ করত।
তিনি আরও জানান, দীর্ঘদিন ধরেই সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল তার উপর নজর রাখছিল। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে এসআই খালিদ হাসান, এএসআই ইকলাছুর রহমান এবং হাফিজুর রহমান অভিযানে নেতৃত্ব দেন। আটকের পর তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে আদালতের মাধ্যমে গ্রেফতার দেখানো হয়।
এ ঘটনায় অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে বলে জানিয়েছে ডিবি পুলিশ।

দর্শনায় কেরুজ বাংলামদসহ একজন গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৫১ লিটার কেরুজ বাংলা মদসহ ঈশ্বরচন্দ্রপুরের হাসিবুলকে (৩০) গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করেছে।

এ বাংলামদ উর্দ্ধারের পর জনমনে নানা প্রশ্ন জেগেছে হাসিবুলের নিকট ৫১ লিটার কেরুজ বাংলামদ কি ভাবে এল? কোথায় পেল এত মদ?

জানাযায়, গত মঙ্গলবার দর্শনা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালায় দর্শনা বাসষ্ট্যান্ডপাড়া মদন মার্কেটের সৌখিন জুয়েলার্সের সামনে পাকা রাস্তার উপর।

এ সময় পুলিশ ৬টি প্লাস্টিকের কন্টেইনার ও মোটরসাইকেলসহ দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর দক্ষিন পাড়ার মৃত্য সামসুল ইসলামের ছেলে হাসিবুলকে গ্রেফতার করে।

পরে পুলিশ কন্টেইনার চেক করে ৫১ লিটার কেরুজ বাংলা মদ উদ্ধার করে। গ্রেফতারকৃত হাসিবুলের বিরুদ্ধে মামলাদায়ের পূর্বক মালামালসহ আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ। কেরুজ এ বাংলামদ উর্দ্ধারের পর জনমনে প্রশ্ন জাগে হাসিবুল কোথায় পেলো এত বাংলামদ?

কে তার কাছে বিক্রি করার জন্য দিয়ে ছিলো এসব মদ? তবে একটি সূত্র জানিয়েছে, বাংলামদের এচালান ময়মনসিংহ ওয়্যার হাউজ থেকে কেরুজ শ্রমিক নেতার হাত ধরে ঈদের বাজার সামনে রেখে হাসিবুলের নিকট এসেছে এসব অবৈধ্য মালামাল।

হাসিবুলকে রিমাণ্ডে নিয়ে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদ করলে বেরিয়ে পড়বে থলের বিড়াল। কারণ এত মদ ডিস্টিলারী থেকে বের হবার কোন সুযোগ নেই।

তবে ঘটনার পর থেকে সাবেক শ্রমিক নেতা অধ্যাক্ষর ‘শ’ নামের একজন সাবেক শ্রমিক মেম্বরের নাম জোরেসোরে উচ্চারণ হচ্ছে। তাই সচেতন মহলের প্রশ্ন পুলিশ কি হাসিবুলকে রিমাণ্ডে এনে প্রকৃত মদরে

মালিকের সন্ধান বের করবেন? তবে পুলিশ এঘটনায় হাসিবুলসহ অজ্ঞাত কয়েকজন কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারী নামে মামলা দায়ের করেছেন।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার এস আই মাসুদ বলেন,একজনের নাম উল্লেখ করে ৫/৭ জনের বিরুদ্ধে অজ্ঞাত মামলা দায়ের করা হয়েছে।তবে আমরা খুব শ্রীঘই মৃল আসামীকে গ্রেফতার করবো।

দর্শনায় ফেনসিডিল ও গাঁজাসহ মহিলা মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ফেনসিডিল ও গাঁজাসহ এক মহিলা মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে।

গত রবিবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মোহাম্মদ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে বেগমপুর ইউনিয়নের রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার চৌকস এসআই মাসুদুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ ওই এলাকায় অভিযান চালিয়ে ১০ বোতল ফেনসিডিল ও ১ কেজি গাঁজাসহ রুবিনা খাতুন (৩৫) নামের এক নারীকে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃত রুবিনা খাতুন দর্শনা থানার বেগমপুর ইউনিয়নের রাঙ্গিয়ারপোতা নতুনপাড়া এলাকার আবু ছদ্দির মেয়ে।

গতকালই তাকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৩

মেহেরপুরের গাংনীতে ২৪ ঘন্টার অভিযানে ৩ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল রবিবার রাত থেকে আজ সোমবার ভোর পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গাই অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।

গ্রেফতারকৃত হলেন গাংনীর বাহাগুন্দার ওমর ফারুকের ছেলে মোঃ কাওছার, হাড়াভাঙ্গা পশ্চিমপাড়ার মোঃ আলমগীর হোসেনের ছেলে মোঃ আকাশ মিয়া (২২), কুষ্টিয়ার মোঃ আলম মিয়ার ছেলে মোঃ আল আমিন।

গ্রেফতারকৃত আসামীদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরন করা হয়েছে। গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৬

মেহেরপুরে ২৪ ঘন্টার অভিযানে ০৬জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল শনিবার রাত থেকে আজ রবিবার ভোর পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গাই অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন,পাটকেলপোতা,মেহেরপুর সদর, মেহেরপুরের, মোঃ আসাদ আলীর ছেলে মোঃ মশিউর রহমান, খোকসা, মেহেরপুর সদর, মেহেরপুরের মৃত রমজান আলীর ছেলে মোঃ ফিরোজ (৫০), পুরাতন বাসস্ট্যান্ডপাড়া,মেহেরপুর সদর, মেহেরপুরের, মৃত ইছার উদ্দিন শেখের ছেলে মোঃ তাইজুল ইসলাম (৫১), কাঁঠালপোতা, ,মেহেরপুর সদর, মেহেরপুরের মোঃ নাসির উদ্দিনের ছেলে মোঃ সাবিরুল ইসলাম, গোভীপুর গোরস্থানপাড়া মেহেরপুর সদর, মেহেরপুরের মো: লিয়াকত আলীর ছেলে মো: শরিফুল ইসলাম (২৫) , পৌর কলেজপাড়া মাঠপাড়া ৪ নং

ওয়ার্ড মেহেরপুর পৌরসভার মোঃ ফিরোজ ফকিরের ছেলে মোঃ শওকত ওসমান (৩০) ।

গ্রেফতাকৃতদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জেলার সর্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান আছে।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ৪

মেহেরপুরের গাংনীতে ২৪ ঘন্টার অভিযানে ০৪ জন আসামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার রাত থেকে আজ শনিবার ভোর পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গাই অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন- গাংনীর চাদপুর মোঃ আবু বাক্কারের ছেলে মোঃ মুকুল ইসলাম (৪৫) গাংনি থানার মামলা নং-৩০, তারিখ- ২৩/০৫/২০২৫ ধারা- ৯(১) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন,২০০০ মুলে গ্রেফতার, গাড়াডোব কাচারীপাড়ার মোঃ মজির উদ্দিন ওরফে মজিরের ছেলে মোঃ পল্টু সিআর নং- ১৯/১৭ মুলে গ্রেফতার, মোহাম্মদপুরের মোঃ শহিদুল ইসলামের ছেলে মোঃ মুক্তাদির রহমান কাজল গাংনি থানার মামলা নং- ১৪/৫৩, তারিখ- ১৬ মার্চ, ২০২০ ধারা- ৩৬(১) সারণির ১০(ক)/৪১ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (জিআর সাজা) মুলে গ্রেফতার, কুনিয়া চাদপুরের মোঃ মিজানুর রহমানের ছেলে মোঃ আহসান হাবিব
(১৮) গাংনি থানার মামলা নং-৩১, তারিখ- ২৩/০৫/২০২৫ ধারা- ৯৮/১০৫ সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ মুলে গ্রেফতার ।

গ্রেফতারকৃত আসামীদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরন করা হয়েছে । জেলার সার্বিক আইনশৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে।